দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 2/12/83 ... ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

012

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি

১৫ই নবেম্বর '৮৩তে দৈনিক বাংলায় পরিবেশিত খবরে জানা গেলো জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক সম্মান প্রথম বর্ষে দশটি অনুষদের আসনসংখ্যা সীমিত করা হয়েছে ২২৬টিতে। মানে গড়ে প্রতিটি অনুষদে ২৩ জনেরও কম ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করতে পারবে। প্রতিটি বিভাগে আসন বন্টনও আবার একরকম নয়। কোন কোন অনুষদে ১০টা বা ১৫টা আসনও সীমিত আছে। আজকের দিনে যেখানে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিপথে চালিত হচ্ছে, সেখানে এই অবাস্তব ব্যবস্থার কি হেতু হতে পারে তা দুর্বোধ্য। এক শ্রেণীতে মাত্র গড়ে ২৩ জন ছাত্র পড়াবার জন্য কি অতবড় বিলাসবহুল বিশ্ববিদ্যালয় নির্মিত হয়েছে ও অত অধিক সংখ্যক শিক্ষক নিয়োজিত হয়েছেন? এ বিষয়ে প্রশ্ন তুললে কর্তৃপক্ষ জানান ছাত্রাবাসে কতজন ছাত্র থাকতে পারে সেটা হিসাব করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদের ছাত্রসংখ্যা নিরূপিত হয়ে থাকে। শুধুমাত্র জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি "আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়" এই অজুহাত তুলে তাঁরা আজ ছাত্রভর্তি সংখ্যা এই আতঙ্কিত হারে কমিয়ে এনেছেন। সাড়ে তেরো হাজার দরখাস্তকারীর মধ্যে যদি মাত্র ২২৬ জন ছাত্র ভর্তি হবার সুযোগ পায় (যেখানে অনায়াসে ১০টি অনুষদে কমপক্ষে ৭৫০ জন ছাত্র ভর্তি হতে পারে) তাহলে উচ্চশিক্ষার সুযোগ কি দারুণভাবে সীমিত হয়ে পড়বে, তা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। পাকিস্তান আমলে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে রেসিডেনশিয়াল আখ্যায়িত করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তখনের পরিবেশ ছিলো ভিন্ন ও ভর্তিসমস্যাও তখন প্রকট ছিলো না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি আজকের সমস্যা সম্পর্কে সজাগ ও সহানুভূতিশীল থাকতেন, তবে অবশ্যই ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। ছাত্ররা বিশেষ করে ঢাকা শহরের ছেলেরা জাহাঙ্গীর নগরের হলে অবস্থান করতে চায় না বা করে না।—প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, প্রতিদিন জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় বাস প্রায় শতাধিক ছাত্র ঢাকা শহর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা-নেওয়া করে। শুধুমাত্র মফস্বলের ছাত্রছাত্রীরা হলে অবস্থান করে থাকে এবং প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলির মতো তারা ফ্লোরিং, ডবলিং করতেও পিছপা নয়। তাই

(৭-এর কঃ দঃ)

(৩-এর কঃ পর)

অনাবশ্যকভাবে "রেসিডেনশিয়াল" শব্দটির মারপ্যাঁচ দেখিয়ে ছাত্রভর্তি হার কমিয়ে এনে বর্তমান ছাত্রভর্তি সমস্যা সমাধানে যে ঔদাসীন্য ও অবাঞ্ছিত মনোভাব প্রদর্শন করছেন তা অত্যন্ত দুঃখজনক। অবিলম্বে এ সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি। —জনৈক অভিভাবক।